দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিতর্ক ॥ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আমার জবাব—

নির্মল সেন

অলিতে-গলিতে এখন ক্লিনিক গজিয়েছে। অঢেল টাকা না থাকলে সে ক্লিনিকে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। যাঁরা আমার লেখায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলছেন না। আর আমার এ ধরনের লেখার ভিন্ন একটি কারণও আছে। বার বার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একজন চিকিৎসক বানাতে নাকি সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। এ টাকাটা সরকারী কোষাগারের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের। তাই সাধারণ মানুষ আপনাদের কাছে কিছুটা প্রতিদান নিশ্চয় আশা করতে পারে নাকি।

মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। দেশে একটি ওষুধ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ হয়েছিল। ওষুধের দাম হ্রাস পেয়েছিল। তখনও কিন্তু আমি দেখেছি এক শ্রেণীর চিকিৎসককে ঐ ওষুধ নীতির বিরোধিতা করতে এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে, এখন সে বালাই নেই। এখন খোলামেলা বাজার অর্থনীতি। একই ওষুধের পাঁচ দোকানে পাঁচ দাম। সে দাম বাড়ছে মাসে মাসে। প্যাকেটে লেখা ওষুধের দাম এখন মূল্যহীন। আপনারা যাঁরা চিকিৎসকদের নিয়ে সমিতি করেন, আমাদের সুলভে চিকিৎসা দিতে চান তাঁরা কিন্তু এ ব্যাপারে কখনও উচ্চবাচ্য করেন না। এমনকি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আপনারা খুশি হলেন। আর সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ব্যয় বাড়ল, এ ব্যাপারেও আপনারা উচ্চবাচ্য করছেন না। আমার কথা হচ্ছে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক যদি চিকিৎসা না পায় তাদের টাকায় কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে লাভ আছে কি? আমি আগেও লিখেছি আজকেও লিখছি, সমাজের গরিব মানুষগুলো যাতে সুলভে চিকিৎসা পায় তার কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না? যে সব চিকিৎসক উচ্চশিক্ষা চান নিজের পেশা নিয়ে আন্দোলন করেন, তাঁরা কি এ উদ্যোগ নিতে পারেন না আপনারা সরকারী খাত চান না, সেখানে নাকি কড়া নিয়ন্ত্রণ। আপনারা বেসরকারী খাত চান। বেসরকারী খাতে এখন রমরমা ব্যবসা। ঢাকায় এখন চিকিৎসার ভবনে রঙের বাহার। ঐ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে যে কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। এবং নিশ্চিত করে বলা যায় যে, যারা মাথা ঘুরে পড়বে তাদের অধিকাংশের পকেটে ঐ ভবনে ঢুকে চিকিৎসা পাবার মতো পয়সা নেই এবং এটাই হচ্ছে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি। আমি স্বাধীনতার পর থেকে বলে আসছি যে, মাথাভারি প্রশাসনের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন নেই। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরের পর বছর মেডিক্যাল কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এখনও করছে বিভিন্ন দেশে। সুতরাং আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু রাখতে আপত্তি কোথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যে অর্থ বরাদ্দ হবে সে অর্থ দিয়ে নতুন হাসপাতাল ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হোক না। আমার মনে হয় এতে সাধারণ মানুষের উপকার হবে।

এছাড়া প্রায় রোজই শুনি এবং কাগজে পড়ি হাজার হাজার মানুষ নাকি আমাদের দেশ থেকে ভারতে যায় চিকিৎসার জন্য। যদিও আমি জানি না ভারতে আদৌ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি না।

আমি চাই সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা। এক সময়ে জানতাম সরকারী পিজি হাসপাতালে সাধারণ মানুষ সুলভে চিকিৎসা পায়। এখন দেখছি বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর গরিব মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না। আমার কথা-আপনারা যখন চান বিশ্ববিদ্যালয় থাক। কিন্তু গরিবের চিকিৎসার ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায়। এ ব্যাপারে কিন্তু আপনারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না। কারণ ইতোমধ্যে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয় বেড়েছে তা আগেই বলেছি।

তাই চিকিৎসক বন্ধুদের বলতে চাই এখন খোলামেলা বাজার অর্থনীতির কাল। ভাল ভাল কথা বলে লাভ নেই। তবুও যদি পারেন কিছু বেসরকারী হাসপাতাল স্থাপন করুন। সেখানে মোটামুটি আপনারা শ্রম দেবেন। মানুষ সুলভে চিকিৎসা পাবে।

নইলে বেসরকারী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে হাসপাতাল বেসরকারী হবে আর মানুষ সুলভে চিকিৎসা পাবে। তা কি আদৌ হয়। লক্ষ্য করছেন না যে, বাংলাদেশের অলিতে-গলিতে গড়ে ওঠা তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের ভর্তি হতে চার থেকে ছয় লাখ টাকা লাগছে। তরুণ চিকিৎসকরা দেশের মঙ্গল চান বিশ্বাস করি। কিন্তু শুধুমাত্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে দেশের গরিব মানুষের মঙ্গল করা যায় তার প্রমাণ কিন্তু কোথাও নেই।

আমার শেষ কথা হচ্ছে, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ বা স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ সব কিছু সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। সাধারণ মানুষ সুলভে চিকিৎসা না পেলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর হাসপাতাল বানিয়ে লাভ আছে কি?

আমি চাই সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা। এক সময়ে জানতাম সরকারী পিজি হাসপাতালে সাধারণ মানুষ সুলভে চিকিৎসা পায়। এখন দেখছি বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর গরিব মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না। আমার কথা- আপনারা যখন চান বিশ্ববিদ্যালয় থাক। কিন্তু গরিবের চিকিৎসার ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায়। এ ব্যাপারে কিন্তু আপনারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না। কারণ ইতোমধ্যে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয় বেড়েছে তা আগেই বলেছি।

স্নাতকত্তোর শিক্ষা দেয়া হয়। অনেকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলে গবেষণা হবে। নতুন নতুন অনেক কিছু জানা যাবে। দেশে চিকিৎসার মান উন্নত হবে।

এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি তেমন? আমাদের দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। এরপর একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। কিন্তু যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্নাতকোত্তর শিক্ষা দিচ্ছে তাদের সাথে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কিন্তু এখনও নির্ধারণ হয়নি। আমি আগেও লিখেছি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগে যে প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন ছিল তা আদৌ নেয়া হয়নি। সবকিছুই কার্যকর হয়েছে চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। মার খাচ্ছে গরিবরা। আমার চিকিৎসক বন্ধুরা নিশ্চয় বলবেন, একটা কিছু তো হলো। আর আমি বলব, অন্তত একটা কিছু হয়েছে যাতে গরিবের পক্ষে ঐ হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা চান তাঁরা নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করতে পারেন। আর আমি তাঁদের কাছে জানতে চাইতে পারি-- দয়া করে জানাবেন কি পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এখন শতকরা কতজন বিদেশে বসবাস করছেন। আর বাদবাকি যাঁরা আছেন অর্থাৎ নাম করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বড় বড় ক্লিনিকের মালিক। বাংলাদেশের